রিজিক বৃদ্ধির কারণ

08-February-24

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, শয়ন করা বা সাহরী, ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা ফুঁক দেওয়া পানি পান করাও জায়িয নেই, তবে ইতিকাফের নিয়্যত থাকলে এসব কিছু আনুষাঙ্গিকভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত যেনো শুধুমাত্র পানাহার, বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হয় । ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে সে যেনো ইতিকাফের নিয়্যত করে নেয়, কিছুক্ষণ আল্লাহর যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে খাবার-দাবার বা ঘুমাতে পারবে)

দরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا وَ مَوَاطِنِهَا اَكْثَرُكُمْ عَلَى صَلَاةً فِي دَارِ الدُّنْيَا

লোকেরা, নিশ্চয়ই কিয়ামতের ভয়াবহতা ও হিসাব-নিকাশ থেকে সেই দ্রুত নাজাতপ্রাপ্ত হবে, যে আমার প্রতি তোমাদের মধ্যে দুনিয়ায় অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। (ফেরদৌসুল আখবার, ২/৪৭১, হাদিস ৮২১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

জীবীকায় সমৃদ্ধি লাভের দু’টি রূহানী অযিফা

(১) একদা জনৈক সাহাবী প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সৌভাগ্যময় খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়া আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে অভাব-অনটন থেকে মুক্তি লাভের রূহানী অযিফা বলে দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: তোমার কি ফেরেশতাদের

সেই তাসবির কথা মনে নেই, যেই তাসবির বরকতে জীবীকা প্রদান করা হয়। অতঃপর ইরশাদ করেন: ফজর উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১০০ বার এভাবে পাঠ করবে: سُبۡحٰنَ اللهِ وَبِحَمۡدِهٖ سُبۡحٰنَ اللهِ الۡعَظِيۡمِ ، اَسۡتَغۡفِرُ الله

সেই সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ অযিফা শুনে চলে গেলেন এবং কিছুদিন পর পুনরায় এসে আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! দুনিয়া এখন আমার নিকট এতটাই প্রাচুর্যতা নিয়ে ধরা দিয়েছে যে, আমি এখন অস্থির হয়ে পড়েছি, এতো সম্পদ রাখব কোথায়। **(খাসাইসুল কুবরা, ২/২৯৯)**

(২) হযরত সাহল বিন সা'দ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: একদা এক ব্যক্তি প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবারে এসে স্বীয় দরিদ্রতা ও অভাবের ব্যাপারে অভিযোগ জানালো। অভিযোগের সমাধান দিতে গিয়ে প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করবে, তখন পরিবারের লোকদের সালাম করবে! আর যদি ঘরে কেউ না থাকে তবে আমার প্রতি সালাম জানাবে এবং একবার قُلۡ هُوَ اللهُ اَحَدٌ (অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরা ইখলাস) পাঠ করবে।

সেই সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ঘরে ফিরে রাসূল صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রদত্ত অযিফার উপর আমল করতে আরম্ভ করলেন। অর্থাৎ যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন পরিবারের সদস্যদের সালাম প্রদান করতেন। সেই সঙ্গে সূরা ইখলাসও পাঠ করতেন। এই মাহাত্ম্যপূর্ণ আমলের বরকতে তাঁর প্রতি আল্লাহর এতটাই অনুগ্রহ হলো যে, তিনি নিজের প্রাপ্ত ধন-সম্পদের মাধ্যমে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদেরও সেবা করতে লাগেন। **(তাফসীরে কুরতুবি, পারা: ৩০, সূরা ইখলাস, ১নং আয়াতের পাদটীকা, ১০/৪৭৬৫)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

জীবিকাও আল্লাহর এক অনন্য নেয়ামত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, জীবিকাও আল্লাহ পাকের প্রদত্ত এক অনন্য নেয়ামত। আল্লাহ পাক কুরআন মজিদে ইরশাদ করেন:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

(২৮ পারা, সূরা জুমা, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর যখন নামাজ শেষ হলো, তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো। আর আল্লাহকে খুব স্মরণ করো! এ আশায় যে, সাফল্য লাভ করবে।

অর্থাৎ যখন (জুমার) নামাজ আদায় করে নেবে, তখন তোমাদের জন্য বৈধ রয়েছে, জীবিকার জন্য কোনো কাজে নিয়োজিত হওয়া। **(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, ২৮ পারা, সূরা জুমা, ১০ নং আয়াদের পাদটীকা, ১০/১৫৭)** উক্ত আয়াত দ্বারা এও প্রতীয়মান হয় যে, জীবীকাও আল্লাহ পাকের এক অসীম অনুগ্রহ ও তাঁর প্রদত্ত এক অনন্য নেয়ামত।

সম্পদের দ্বীনি ও দুনিয়াবি উপকারিতা

নিঃসন্দেহে সম্পদের মোহ কারো পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। সম্পদের মোহ মানুষকে অকল্যাণের দিকে নিয়ে যায় এবং ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। তবে ভালোভাবে জীবনযাপনের জন্য শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি ধন, সম্পদ ও জীবিকারও প্রয়োজন রয়েছে। এটা তো খুবই স্পষ্ট ও সর্বজন বিদিত বিষয় যে, সম্পদ হলে তবেই আমরা আমাদের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারবো ✹ সম্পদ হলে তবেই আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের ভরণপোষণ যথাযথ করতে পারবো ✹ সম্পদ হলে তবেই নিজেকে ও নিজের পরিবারকে দরিদ্রতার

ছুবল থেকে রক্ষা করতে পারবো। ✸ সম্পদ হলে তবেই সদকা ও দান-খয়রাত করার ফযিলত আমরা অর্জন করতে পারবো ✸ সম্পদ হলে তবেই আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর হক্ব আদায়ে এগিয়ে আসতে পারবো। ✸ সম্পদ হলে তবেই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ মাদরাসা নির্মাণ করে সাওয়াবের ভাগীদার হতে পারবো ✸ সম্পদ হলে তবেই আমাদের জন্য হজ্ব করা সম্ভবপর হবে। ✸ সম্পদ হলে তবেই বারবার মদীনা শরীফে হাজিরী দেয়াও সহজ হবে ✸ এমনকি প্রয়োজনীয় সবকিছু থাকলে শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকেও রক্ষা পাওয়া সহজ হয়।

কুফুরিতে পতিত হওয়ার একটি কারণ

আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: كَادَ الْفَقْرُ اَنْ تَكُوْنَ كُفْرًا অর্থাৎ শীঘ্রই দরিদ্রতা মানুষকে কুফুরিতে পতিত করবে। **(শুয়াবুল ঈমান, ৫/২৬৭, হাদিস ৬৬১২)**

পক্ষান্তরে হাদিস শরীফে দরিদ্রতার অসংখ্য ফযিলতও বর্ণিত হয়েছে। দরিদ্রতা মন্দ নয়, বরং অত্যন্ত উপকারী ও কল্যাণময়। কিন্তু সেই দরিদ্রতা উপকারী ও কল্যাণময় যার মধ্যে কৃতজ্ঞতা রয়েছে। যেই দরিদ্রতায় কৃতজ্ঞতা থাকে না, বরং অভিযোগ ও নালিশ থাকে, সেই দরিদ্রতা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। ক্ষুধার জ্বালা খুবই অসহনীয় ও ভয়ানক, তা ধৈর্য শক্তিকে পরাজিত করে ব্যক্তিকে অপরাগ করে দেয়। যখন কেউ ক্ষুধা নামক পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে, ঈমানের উপর দৃঢ় থেকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তার জন্য অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে পড়ে। অনেক মানুষ এমন রয়েছে যারা দরিদ্রতা ও অভাব-

অনটনে ক্লান্ত হয়ে আল্লাহর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং অজ্ঞতাবশত অনেকে কুফুরি বাক্য পর্যন্ত বলে ফেলে। পৃথিবীতে এ ধরনের লোকও পাওয়া যায়, যারা পেটের ক্ষুধাকে নিবারণ করতে কিংবা ধন-সম্পদের মোহে পড়ে নিজেকে অমুসলিম বলে ঘোষণা দেয় এবং উন্নত জীবনের আশায় উন্নত রাষ্ট্রের ভিসা সংগ্রহ করে। (اَسْتَغْفِرُ الله!اَسْتَغْفِرُ الله!)

আল্লাহ পাক আমাদের ঈমানকে হিফাযত করুন এবং ঈমানকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। সর্বোপরি, বর্তমান যুগে মুখাপেক্ষিতা এড়িয়ে পর্যাপ্ত হালাল জীবিকা অর্জনের মধ্যেই নিরাপত্তা রয়েছে।

শয়তানের বিরুদ্ধে ঢাল

হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লাহর এক মহান অলি ছিলেন। তাঁর জীবন সন্ধিক্ষণের সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি একটি থলে বের করে বলেন: এর মধ্যে দিরহাম ও দিনার রয়েছে, এগুলো আল্লাহর পথে সদকা করে দাও! লোকেরা আরজ করলো: হুজূর, আপনি তো ধন-সম্পদ থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দিতেন, অথচ আপনি নিজেই সম্পদ সঞ্চয় করেছেন। এর রহস্য কী? প্রতি উত্তরে তিনি বলেন: আমি এর মাধ্যমে শয়তানের পাতানো ফাঁদ থেকে নিজেকে রক্ষা করি। শয়তান যখন আমাকে এই বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, কোথা থেকে খাবে? তখন আমি বলি: আমার সম্পদ আছে, আমি তা ব্যয় করবো। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা ১৪৪)**

سُبْحٰنَ الله! নিঃসন্দেহে আল্লাহর অলিগণ হলেন আল্লাহ পাকের অতীব প্রিয় বান্দা। সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর এই কাজটি মূলত আমাদেরকে বুঝানোর জন্য ছিল। আল্লাহ পাক আমাদের বোঝার তৌফিক

দান করুন। যাহোক, প্রয়োজন মোতাবেক হালাল জীবিকা উপার্জন করাও যেমন জায়িয, অনুরূপ নিজের পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও তাওয়াক্কুলের স্তর ভেদে প্রয়োজনে সম্পদ সঞ্চয় করাও জায়িয। এ বিষয়ে আরও বিভিন্ন আলোচনা রয়েছে। সুতরাং বিস্তারিত জানতে চাইলে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত “লোভ” নামক কিতাবটি অধ্যয়ন করুন। اِنْ شَآءَ الله এর ফলে আপনার দ্বীনি জ্ঞানের পরিধি আরও সমৃদ্ধি হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শিক্ষণীয় হাদিসে পাক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, অভাব ও দরিদ্রতা থেকে বেঁচে হালাল জীবিকা উপার্জনের পন্থাসমূহ জানার পূর্বে আসুন, ঈমান উজ্জীবিতকারী শিক্ষণীয় একটি হাদিসে পাক শ্রবণ করি।

তবে আপনাদরে নিকট অনুরোধ হলো, আমরা যারা গরিব রয়েছি তারা দরিদ্রতাকে সামনে রেখে এবং যারা ধনবান রয়েছি তারা ধনাঢ্যতাকে সামনে রেখে উক্ত হাদিসটি শ্রবণ করব اِنْ شَآءَ الله ।

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দুনিয়ায় মূলত ৪ ধরনের লোক রয়েছে। (১) সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক সম্পদও দান করেছেন এবং দ্বীনি জ্ঞানের সুমহান ভাণ্ডারও দান করেছেন। অতঃপর সে তার সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ পাককে ভয় করে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচারণ করে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য সম্পদের হক আদায় করে। এ ধরনের ব্যক্তি সর্বোত্তম স্তরের মধ্যে রয়েছে। (২) সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক (দ্বীনি) জ্ঞানের ভাণ্ডার তো দান করেছেন, কিন্তু সম্পদ দান করেননি। তবে সে

সত্য নিয়তের সহিত বলে: আমার নিকট যদি সম্পদ থাকতো, তবে আমিও অমুকের ন্যায় (নেকীর) কাজ করতাম। তাদের উভয়ই সাওয়াবের দিক থেকে সমান। (অর্থাৎ গরিব ও ধনী ব্যক্তির দুজনই সাওয়াবের দিক থেকে সমান। শুধু সত্য নিয়তের কারণে।) (৩) সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক সম্পদ দিয়েছেন, তবে (দ্বীনি) জ্ঞান দান করেননি। অতএব সে জ্ঞান না থাকায় শরীয়ত বিরোধী কাজ করে, সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ পাককে ভয় করে না, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচারণ করে না, সম্পদের হক্বও আদায় করে না। এ ধরনের লোক হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের। (৪) সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক ধন-সম্পদও দেননি, জ্ঞানও দেননি। সে বলে: আমার নিকট যদি সম্পদ থাকতো, তবে আমিও অমুকের ন্যায় কাজ করতাম। সুতরাং সে তার নিয়তের উপরই এবং এদের উভয়ের গুনাহ সমান। **(তিরমিযী, কিতাবুল যুহুদ, পৃষ্ঠা ৫৫৭, হাদীস ২৩২৫)**

কিরূপ শিক্ষণীয় হাদিস শরীফ! আমরা ধনী হই বা গরিব, সম্পদশালী হই বা অভাবী সর্বাবস্থায় আমাদের ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হবে। সম্পদ হলো আগুনের স্ফুলিঙ্গ, যারা এর ব্যবহার জানে এটি তাদের জন্য উপকারী। আর যারা জানে না, তাদের ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের জন্য অপরিহার্য হলো ইলমে দ্বীন অর্জন করা। প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত, মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদিস শরীফের আলোকে তিনি খুবাই চমৎকার একটি দোয়া লিখেছেন। তিনি বলেন: হে আল্লাহ পাক, তুমি আমাকে ওসমানী সম্পদ প্রদান করো এবং আবু জাহেলী সম্পদ থেকে রক্ষা করো।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১০১)

ওসমানী সম্পদ: অর্থাৎ সম্পদের সাথে ইলমে দ্বীন থাকা, হালাল পন্থায় উপার্জন করা, হালাল স্থানে ব্যয় করা, আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সম্পদের হক্ব আদায় করা। পক্ষান্তরে আবু জাহেলী সম্পদ হলো: যে সম্পদের সাথে ইলমে দ্বীন নেই। হারাম পন্থায় উপার্জন করা, হারাম স্থানে ব্যয় করা, আল্লাহ পাককে ভয় না করা এবং সম্পদের হক্ব আদায় না করা। আমরাও দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকেও ওসমানী সম্পদ প্রদান করেন এবং আবু জাহেলী সম্পদ থেকে সুরক্ষিত রাখেন। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আসুন! জীবিকায় সমৃদ্ধি লাভারে কারণসমূহ জেনে নিই:

অধিকহারে ইস্তিগফার পাঠ করা:

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবী, রাসূলে আরবি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -কে আদেশ করেন: হে মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি বলে দিন:

اَنِ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّکُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَیۡہِ یُمَتِّعۡکُمۡ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰۤی اَجَلٍ مُّسَمًّی

(পারা: ৪, সূরা: হুদ, আয়াত: ৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর এই যে, আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো অতঃপর তারই প্রতি তাওবা করো তিনি তোমাদেরকে অতি উত্তম সামগ্রী উপভোগ করতে দেবেন।

অর্থাৎ হে নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! লোকেদের এই নির্দেশ প্রদান করুন, তোমরা তোমাদের অতীতের গুনাহের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

করো। সুতরাং যে তার গুনাহ থেকে তওবা করবে এবং একনিষ্ঠতার সহিত আল্লাহ পাকের ইবাদতগুজার বান্দা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে আল্লাহ পাক তাকে অধিকহারে জীবিকা ও সুখ-শান্তি প্রদান করবেন। ফলে সে অনাবিল শান্তিতে জীবন-যাপন করবে এবং আল্লাহ পাক তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। যদি দুনিয়ায় সে কোনো বিপদের সম্মুখীনও হয়, তবে সেটি হবে তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা ১১, সূরা হুদ, ৩ নং আয়াতের পাদটীকা, ৪/৩৯৩)

হযরত হুদ عَلَیْہِ السَّلَام -এর সম্প্রদায়কে উপদেশ:

পারা ১২, সূরা হুদ, ৫২নং আয়াতে আল্লাহ পাকের নবী হযরত হুদ عَلَیْہِ السَّلَام স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেন:

یٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ یَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَ لَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِیْنَ

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ৫২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং হে আমার সম্প্রদায়, (তোমরা) আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে এসো। (তিনি) তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি আছে তা অপেক্ষা আরো অধিক দেবেন। আর অপরাধ করে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে: যখন আ'দ সম্প্রদায় হযরত হুদ عَلَیْہِ السَّلَام-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে তখন আল্লাহ পাক ৩ বছর পর্যন্ত তাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ করে দেন এবং মহিলাদের বন্ধ্যা বানিয়ে দেন। অনাবৃষ্টি ও বন্ধ্যাত্বের কারণে পেরেশানগ্রস্ত হয়ে যখন তারা হুদ عَلَیْہِ السَّلَام -এর নিকট আসে তখন হযরত হুদ عَلَیْہِ السَّلَام তাদের থেকে

প্রতিশ্রুতি নেন এবং তিনি নিজেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন এ ব্যাপারে যে, তারা যদি আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনে তাঁর রাসূলকে সত্যায়ন করে এবং তাঁর নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ পাক বৃষ্টি বর্ষণের পাশাপাশি তাদের ভূখণ্ড সবুজ শ্যামল শস্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন এবং মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতাও ফিরিয়ে দিবেন।

(তাফসিরে সিরাতুল জিনান, পারা ১২, সূরা হুদ, ৫২নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৪৫০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জীবিকায় সমৃদ্ধি লাভের দ্বিতীয় কারণ: তাকওয়া

২৮তম পারা সূরা তালাকের ২-৩নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا
وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى
اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ

(পারা ২৮, সূরা তালাক, আয়াত ২-৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন এবং তাকে সেখান থেকে জীবিকা দান করেন, যেখানে তার কল্পনাও ছিল না। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, জানা গেলো, তাকওয়া অবলম্বন করার মাধ্যমেও জীবিকা বৃদ্ধি পায়। سُبْحٰنَ الله কতইনা চমৎকার বিষয়, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের সেখান থেকে জীবিকা প্রদান করা হয় যা তাদের কল্পনাতেও ছিল না।

আসমান ও জমিনের বরকত কিভাবে অর্জিত হবে?

তাকওয়ার অর্থ হলো: আল্লাহকে ভয় করা, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। যদি আমরা তাকওয়া অবলম্বন করি, আল্লাহ পাককে ভয় করি, গুনাহ পরিত্যাগ করি এবং নেক কাজে লেগে যাই, তবে اِنْ شَآءَ الله আমাদের জীবিকার মধ্যেও বরকত হবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ৯৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যদি সেসব জনপদগুলোর অধিবাসীরা ঈমান আনতো এবং ভয় করতো, তবে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতসমূহের দ্বারগুলো উন্মুক্ত করে দিতাম।

অর্থাৎ যদি জনপদের অধিবাসীরা আল্লাহ পাক, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনতো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতো, তবে অবশ্যই তাদের উপর আসমান ও জমিনের বরকতসমূহের দ্বারগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হতো। চারিদিক থেকে কল্যাণের জলধারা প্রবাহমান হতো, সঠিক সময়ে বৃষ্টি হতো, ভূমি থেকে ফসল উৎপাদিত হতো, জীবিকায় সমৃদ্ধি ফিরে আসতো, শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করতো এবং যেকোনো সংকটময় পরিস্থিতি থেকে সুরক্ষিত থাকতো।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা ১২, সূরা আ'রাফ, ৯৬ আয়াতের পাদটীকা, ৩/৩৮৬)

জানা গেলো, তাকওয়ার বরকতে আসমানের বরকতও অর্জিত হয় এবং জমিনের বরকতও অর্জিত হয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাকওয়ার সম্পদ দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জীবিকার মূল্যায়ন করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, অহেতুক খাদ্য নষ্ট করা থেকে বিরত থেকে খাদ্যের মূল্যায়ন ও সম্মান দেখানোর মাধ্যমেও জীবিকা বৃদ্ধি পায়। আজকাল খাবারের প্রতি শ্রদ্ধা অন্তর থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। খাবারের প্রতি অনীহা ও অসম্মান দেখানোর ক্ষেত্রে আজ কোনো ঘর বাদ নেই। বাংলোতে বসবাসকারী থেকে শুরু করে কুঁড়েঘরে বসবাসকারী শ্রমিকের নাম পর্যন্ত এই তালিকায় রয়েছে। বিয়ে বাড়ি থেকে শুরু করে ঘরের থালা-বাসন ধৌত করা পর্যন্ত যে পরিমাণে ভাত, তরকারি ও খাবারের বিভিন্ন অংশ ফেলে দিয়ে নালায় ভাসিয়ে দেয়া হয়, তা আমাদের ধারণারও বাইরে। আহ, খাবারের প্রতি সম্মান যদি আমাদের অন্তরে গেঁথে যেতো এবং খাবার নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে পারতাম।

খাবারকে সম্মান করুন...!!

মনে রাখবেন, খাবারের প্রতি অবমূল্যায়ন ও অসম্মান প্রদর্শন দরিদ্রতার অন্যতম একটি কারণ। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم স্বীয় ঘরে আগমন করলে তিনি রুটির একটি টুকরো পড়ে থাকতে দেখেন। কাজেই তিনি তা হাতে তুলে নিয়ে ভালোভাবে ঝেড়ে খেয়ে নেন। অতঃপর ইরশাদ করেন: یَا عَائِشَۃُ اَکۡرِمِیۡ کَرِیۡمًا فَاِنَّہَا مَا نَفَرَتۡ عَنۡ قَوۡمٍ قَطُّ فَعَادَتۡ اِلَیۡہِمۡ অর্থাৎ হে আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا! ভালো জিনিসকে সম্মান করো, কারণ এই জিনিস (অর্থাৎ রুটি) যখন কোনো জাতি থেকে পলায়ন করেছে তখন আর ফিরে আসেনি।

(ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা ৫৪৫, হাদীস ৩৩৫৩)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে হালাল খাবার দান করুন এবং খাবারে প্রতি সম্মান প্রদর্শনের তৌফিক দান করুন।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّیْن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো “দরস”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, اَلْحَمْدُ لِلّٰہ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ আমাদের একটি মাদানী উদ্দেশ্য প্রদান করেছেন যে “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে” اِنْ شَآءَ اللّٰہ, তাই নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে দ্বীনি কাজকে আরও বেগবান করুন। যেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি হলো “দরস”। দরস প্রদানের মাধ্যমে শুধু নেকীর দাওয়াত দেয়ার সাওয়াবই অর্জিত হয় না, বরং ইলমে দ্বীন অর্জনেরও সুযোগ তৈরি হয়। আর আমরা জানি, ইলমে দ্বীন অর্জনের অসংখ্য বরকত ও ফযিলত রয়েছে। হাদিসে পাকে ইলমে দ্বীন অর্জনকারী এবং সেটির প্রচারকারীকে দানশীল বলা হয়েছে।

হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত নবীয়ে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাদের সর্বাধিক উদার ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করবো না? অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক হলেন সর্বাধিক উদার, আর আমি হলাম আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বাধিক উদারতম ব্যক্তি। আমার পরে সর্বাধিক উদার সেই ব্যক্তি যে জ্ঞান অর্জন করে অতঃপর তা

মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়। কিয়ামতের দিন সে একটি জাতি হিসেবে উঠবে। আর দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি উদার যে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেকে ওয়াকফ করে দেয়, এমনকি তাঁকে (আল্লাহর রাস্তায়) শহীদ করা হয়। (আবু ইয়া'লা, মুসনাদে আনাস বিন মালিক, ৩/১৬, নাম্বার ২৭৮২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাক যেন আমাদের তাঁর সন্তুষ্টিতে জীবন-যাপন করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির মধ্যেই মৃত্যু দান করেন। হে আল্লাহ পাক, সর্বদার জন্য আপনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান! তবেই আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করবো।

দারুস সুন্নাহ বিভাগের পরিচিতি

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর একটি অন্যতম বিভাগ হলো দারুস সুন্নাহ। আর এই শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত জিম্মাদারদের অধীনে আশিকানে রাসূলের সাংগঠনিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন মাদানী মারকাযে 'দারুস সুন্নাহ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যাতে মাদানী মারকাযে আগত ব্যক্তিরা সহজেই ইলমে দ্বীন, সুন্নাত ও আদব এবং বিশুদ্ধভাবে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত শিখতে পারে। তাছাড়া যে সকল আশিকানে রাসূল আল্লাহর পথে মাদানী কাফেলায় সফর করে, তাদেরকে সফরের পূর্বে সফরের আদব, সফরের সুন্নাত ও মাদানী কাফেলায় সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করার মাধ্যমে বিভিন্ন দিকনির্দেশনাও প্রদান করা হয়। এমনকি দারুস সুন্নায় মাদানী কাফেলা থেকে আসার পর তিন দিনের কার্যবিবরণীও নেওয়া হয়।

নখ কাটার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আসুন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -এর “১০১ মাদানী ফুল” পুস্তিকা থেকে নখ কাটার কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করি: ✷ জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায়, তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। **(দুররে মুখতার, ৯/৬৬৮)** ✷ সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, আল্লাহ পাক পরবর্তী জুমা পর্যন্ত তাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এও রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তার নিকট রহমতের আগমন ঘটবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৬৮)

ঘোষণা

নখ কাটার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়তি হালকায় বয়ান করা হবে। অতএব তারবিয়তি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي

الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ’লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ’লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বওলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল ক্বওলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد